

2018

ELECTIVE BENGALI

(মধ্যযুগের সাহিত্য)

Full Marks : 60

Time : 3 hours

*The figures in the margin indicate full marks
for the questions*

- ১। অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও : ১×৭=৭
- (ক) “নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্ঝনে”
পদটির রচয়িতা কে ?
- (খ) “আজু হাম কি পেখলুঁ নবদ্বীপচন্দ”
এখানে ‘নবদ্বীপচন্দ’ কাকে বলা হয়েছে ?
- (গ) “এ যোর রজনী মেঘের ঘটা/কেমনে আইল
বাটে”
কোন পর্যায়ের পদ ?
- (ঘ) “নামহি _____ ক্রুর নাহি যা সম ।”
(শূন্যস্থান পূর্ণ করো)
- (ঙ) “দেবে জানে ভেদ নাহি কৃষ্ণ-হলধরে ।” ‘হলধর’ কে ?
- (চ) গৌরান্দ্রের গুরু ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে কার বাড়িতে অবস্থান
করেছিলেন ?

- (ছ) “প্রভু কহে বৈদ্য তুমি ইহা কেনে পড়।
লতাপাতা দিয়া গিয়া রোগী কর দড়॥”
এখানে কোন্ ‘বৈদ্য’-এর কথা বলা হয়েছে?

২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও : ২×৪=৮

- (ক) যে কোনো দুই প্রকার শ্রবণজাত পূর্বরাগের নাম লেখো।
- (খ) ‘মাথুর’ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা কে? তিনি চৈতন্য-পূর্ববর্তী না চৈতন্য-পরবর্তী যুগের কবি?
- (গ) “মহারাজ লক্ষণ সকল লগ্নে কহে।
রূপ দেখি চক্রবর্তী হইল বিস্ময়ে॥”
এই ‘চক্রবর্তী’র সম্পূর্ণ নাম কী? গৌরাক্ষের সঙ্গে তাঁর কি সম্পর্ক?
- (ঘ) নিমাই-এর অগ্রজের নাম কী? সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি কি নামে পরিচিত হন?

৩। যে কোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর দাও : ৫×৩=১৫

- (ক) “ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার
তিলে তিলে আইসে যায়।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
কদম্ব-কাননে চায়॥”
‘বৈষ্ণব পদাবলী’র ‘পূর্বরাগ’ পর্যায়ে রাখার
প্রেম-বিহ্বলতার যে ছবি ফুটে উঠেছে তা ব্যক্ত করো।
- (খ) উদাহরণসহ প্রেমবৈচিত্র্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করো।

- (গ) সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করো :
“যাঁহ পছ অরুণ-চরণে চলি যাত।
তাঁহ তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত॥”

- (ঘ) “নানা স্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি হৈল সবার মিলন॥”
চৈতন্য পরিকরেরা কে, কোথায় জন্মগ্রহণ করে অবশেষে
নবদ্বীপে এসে মিলিত হয়েছিলেন তা আলোচনা করো।

- (ঙ) “জ্ঞানিলেন অন্তর্য়ামী শ্রীশচীনন্দন।
চিন্তে আছে বিপ্রেের দিবেন দরশন॥”
গৌরাক্ষ সর্বপ্রথমে কাকে নিজ স্বরূপে দর্শন দিয়েছিলেন?
আখ্যানটি ব্যক্ত করো।

৪। প্রতিটি গুচ্ছ থেকে অন্তত একটি করে নিয়ে মোট তিনটি প্রশ্নের
উত্তর দাও : ১০×৩=৩০

ক—গুচ্ছ

- (ক) ‘গৌরচন্দ্রিকা’ কাকে বলে? ‘গৌরাক্ষবিষয়ক পদ’ এবং
‘গৌরচন্দ্রিকা’র পার্থক্য সম্বন্ধে আলোচনা করো।
- (খ) তোমার পঠিত পদ থেকে উদাহরণ দিয়ে ‘রূপানুরাগ’-এর
ভাবসৌন্দর্য পরিস্ফুট করো।
- (গ) “রাধা-বিরহই ‘বৈষ্ণব পদাবলী’র প্রাণ-স্বরূপ।”
তোমার পঠিত পদ অবলম্বনে মন্তব্যটির সার্থকতা বিচার
করো।

খ—গুছ

- (ক) বৃন্দাবন দাস রচিত ‘চৈতন্যভাগবত’ কাব্যটি জীবনীগ্রন্থ হিসেবে কতদূর সার্থক তা আলোচনা করো।
- (খ) “শ্রীচৈতন্যের বাল্যজীবনের মধ্যে বৃন্দাবন দাস শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবনেরই রূপভেদ দেখেছিলেন।” ‘চৈতন্যভাগবত’ গ্রন্থের তোমার অধীত পর্ব অবলম্বনে উক্তিটির সার্থকতা বিচার করো।
- (গ) “‘চৈতন্যভাগবত’ গ্রন্থের আদিখণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে গ্রন্থপরিকল্পনার মূল রূপরেখা বর্ণিত হয়েছে।” মন্তব্যটির যথাযোগ্যতা বিচার করো।

★ ★ ★